বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল এর
বিশেষ অডিট রিপোর্ট

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন
এম.এস.আর. (MSR) সংগ্রহ ও ব্যবহার
বিষয়ক ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত
সময়ের হিসাবের ওপর বিশেষ অডিট রিপোর্ট

(প্রথম খণ্ড)

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	**প্রথম অধ্যায়**	১
৪.	নিরীক্ষার পটভূমি	৩
	অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪-৫
৫.	অডিট বিষয়ক সাধারণ তথ্যাবলী	৬
৬.	অডিট বিষয়ক তথ্য ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৮
৮.	অডিটের সুপারিশ	৮
৯.	**দ্বিতীয় অধ্যায়**	৯
১০.	অডিট আপত্তির বিস্তারিত বিবরণঃ	১১-৩৯
	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৯

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল (এড়িশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল।

বঙ্গাব্দ।
তারিখ-- ২১/১০/১৪২১
০৩/০২/২০১৫
খ্রিষ্টাব্দ।

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন এম.এস.আর. (MSR)** সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত সময়ের হিসাবের আর্থিক কর্মকাণ্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খণ্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ নিরসনের জন্য অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

তারিখ- ০২-১০-১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৫-০১-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অডিট বিষয়ক সাধারণ তথ্য ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

নিরীক্ষার পটভূমি

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধাদি সাধারণ জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেনারেল হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা হাসপাতাল ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র অন্যতম। এ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শিশু মাতৃস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ইত্যাদি স্বায়ত্বশাসিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতি বছর এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ ঔষধপত্রসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (এমএসআর) সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (এমএসআর) সংগ্রহ ও সরবরাহের বিষয়ে বাংলাদেশের প্রচলিত বিধি-বিধান, পিপিআর-২০০৮, জিএফআর এবং Delegaton of Financial Power ইত্যাদি অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্য করা হয়েছে কিনা বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং-সিএজি/অডিট/প্ল্যান/২০১০-১১/ ৪৪৭(১০) /৯৩২, তারিখঃ ০৭-০৩-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন এম.এস.আর (MSR) সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত সময়ের হিসাবের ওপর বিশেষ অডিট পরিচালনার লক্ষ্যে বিশেষ অডিট টীম গঠন করা হয় এবং নিরীক্ষা শেষে বিশেষ অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়।

অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	ভারী মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সরবরাহসহ স্থাপনকারীর বিল হতে ভ্যাট কম আদায়/কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,১৫,৩৮,১৭৭.৪৬
০২	প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয়কৃত X-Ray Film এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় অপচয়।	১,২৩,১৯,৪০০.০০
০৩	বাজার মূল্যের চেয়ে অত্যধিক উচ্চমূল্যে অনিয়মিতভাবে কোটেশনের মাধ্যমে Clam ECG ক্রয়ের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	১,২১,৪০,৯৬০.০০
০৪	(১) মেরামত না করেই Infant Incubator, CT Scane Machine এবং অটোক্লেভ মেশিন এর মেরামত দেখিয়ে ভুয়া বিলের মাধ্যমে, (২) ইন্টারনেট এণ্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ষ্টোর হতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ইস্যুকৃত ইনডেন্ট এর অনুকুলে প্রকৃত ইস্যু অপেক্ষা অতিরিক্ত ইস্যু দেখিয়ে এবং (৩) অব্যবহৃত X-Ray Film স্টক লেজারে কম প্রদর্শন দেখিয়ে আত্মসাৎ।	১,২৩,৯০,১৪৫.০০
০৫	প্রতিযোগিতা এড়ানোর লক্ষ্যে বিধি লঙ্ঘন করে দরপত্র আহ্বান ব্যতিরেকে বাজার দর/এস.আর দরের চেয়ে কোটেশনের মাধ্যমে M.S.R সামগ্রী ক্রয় ব্যয়।	১৭,৮৯,৬৩,৫৯৫.০০
০৬	বাজার দর যাচাই ব্যতিরেকে উচ্চদরে HIV Strips ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি।	৫০,২৯,৪৭৯.০০
০৭	অনিয়মিতভাবে কোটেশনে উচ্চ মূল্যে ইনজেকশন Heparin ক্রয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,২৮,৯১,৬৬০.০০
০৮	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক বিবেচিত সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৩২,৮৪,৩৬০.৬১
০৯	পিপিআর-২০০৮ অনুসারে দরপত্র মূল্যায়ন না করায় এবং পুনঃ দরপত্রের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য পুনঃ নির্ধারণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	২০,০৮,৩২৪.০০
১০	বিকল্প শর্ত পূরণ সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সর্বনিম্ন দরপত্রদাতাকে অযৌক্তিকভাবে নন-রেসপনসিভ করে Meningitis Vaccine ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি।	১,০৫,৪০,৬৭০.০০
১১	অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে ইউরিন প্লাস্টিক কন্টেইনার ক্রয়ের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৬,৫০,০০০.০০
১২	প্রতিযোগিতা ছাড়াই একমাত্র দরদাতার নিকট হতে বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৭,১৮,০০০.০০

১৩	চুক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ MSR দ্রব্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ ঠিকাদারদের নিকট হতে জরিমানা বাবদ অর্থ আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	১,৭৬,০০০.০০
১৪	মালামাল সরবরাহ করার অপারগতা প্রকাশ করায় দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় ক্ষতি।	৫,৫০,০০০.০০
১৫	অনিয়মিতভাবে বাজার মূল্য অপেক্ষা উচ্চমূল্যে স্যালাইন সেট ক্রয়ে আর্থিক ক্ষতি।	৬,১৮,০২৫.০০
১৬	চাহিদা ব্যতিরেকে সিএমএসডি কর্তৃক ঔষধ সরবরাহ করায় অব্যবহৃত অবস্থায় মেয়াদ উত্তীর্নের কারণে সরকারের ক্ষতি।	১০,৬০,৩২০.০০
১৭	C-Arm X-Ray Machine মেরামতের জন্য অর্থ ব্যয় করা হলেও মেশিনটি চালু না হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৬,৭০,০০০.০০
১৮	মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় ঠিকাদারের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।	৫,৪০,০০০.০০
১৮টি	সর্বমোটঃ ২৮,০০,৮৯,১১৬.০৭	
	(কথায়ঃ মাত্র আটাশ কোটি উননব্বই হাজার একশত ষোল টাকা/সাত পয়সা)	

অডিট বিষয়ক সাধারণ তথ্যাবলীঃ

নিরীক্ষার বিষয়	ঃ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন এম.এস.আর. (MSR) সংগ্রহ ও ব্যবহার
নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	বিশেষ নিরীক্ষা
নিরীক্ষার সময়কাল	ঃ	০২-০৫-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত
অডিট রিপোর্ট জারীর তারিখ	ঃ	০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ
তাগিদ পত্র জারীর তারিখ	ঃ	০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ
আধা সরকারি পত্র জারীর তারিখ	ঃ	২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ
জবাব প্রাপ্তির তারিখ	ঃ	২৩-০৯-২০১২, ০৫-০৯-২০১২, ০৯-১২-২০১২, ০৪-১০-২০১২, ১৪-১০-২০১২, ২৭-০৯-২০১২, ০২-১২-২০১২ এবং ২৮-০৮-২০১২.
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	(ক) অডিটের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের (Cost Centre অনুযায়ী) এম.এস.আর সংগ্রহের নথিপত্র, বিল/ভাউচার নমুনায়নের (Sampling) মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকারী নমুনাসমূহের (Representative Samples) ব্যাপকভিত্তিক অডিট (Comprehensive Audit) কার্য পরিচালনা।
		(খ) অডিটের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের (Cost Centre অনুযায়ী) এম.এস.আর সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও ব্যবহারে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়সমূহের (Risk Areas) বস্তুনিষ্ঠতার (Materiality) বিষয়টি বিশ্লেষণপূর্বক (Analysis) নমুনায়নের (Sampling) মাধ্যমে অডিট কার্য পরিচালনা।
		(গ) বাস্তব যাচাই (Physical Verification) এর মাধ্যমে এম.এস.আর. সংরক্ষণ, বিতরণ ও ব্যবহারের বিষয়টি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ।
নিরীক্ষা দল ও নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR) প্রণয়ন	ঃ	১। জনাব গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ, দল নেতা, উপ পরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
		২। জনাব মোঃ আব্দুল হক, সদস্য অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
		৩। জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, সদস্য অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
		৪। জনাব মিয়া মোহাম্মদ মজিবুল হক, সদস্য অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
		৫। জনাব শেখ মোঃ আনসার আলী, সদস্য অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
		৬। জনাব আনোয়ার হোসেন সরকার, সদস্য সুপার, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	জনাব আবুল ফয়েজ মোঃ আবিদ, মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর

অডিট বিষয়ক তথ্যঃ-

❑ নিরীক্ষার অর্থ বছর

❖ ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০০৯-২০১০।

❑ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানঃ-

১	কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, তেজগাঁও, ঢাকা
২	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
৩	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর
৪	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ
৫	এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট
৬	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া
৭	দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর
৮	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম
৯	জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা
১০	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা
১১	জাতীয় বক্ষ ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা

❑ ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ-

❑ সরকারি বরাদ্দ অর্থের এবং প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

❑ সরকারি সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

❑ আর্থিক অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারি আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ-

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

অডিটের সুপারিশঃ-

- প্রকল্পের অব্যয়িত ও আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- অনুমোদিত ডি পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।
- সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যয় করা আবশ্যক।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়মসমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- ক্রয়/জনবল ও পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষার নিকট নিরীক্ষাযোগ্য কাগজপত্র উপস্থাপন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনামঃ ভারী মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সরবরাহসহ স্থাপনকারীর বিল হতে ভ্যাট কম আদায়/কর্তন করায় সরকারের ২,১৫,৩৮,১৭৭.৪৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, (১) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর, (২) এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট, (৩) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম, (৪) জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট এন্ড হাসপাতাল, ঢাকা, (৫) জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা এবং (৬) জাতীয় বক্ষ ব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা এর ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ সালের হিসাবের উপর MSR ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষায় ভারী মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ/ক্রয় এর বিল পরীক্ষাকালে লক্ষ্য করা যায় যে, এ সকল বিলে ২.২৫% হারে ভ্যাট কর্তন/আদায় করা হয়েছে। কিন্তু ভারী মেডিকেল ইকুইপমেন্ট শুধু সরবরাহ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়।
- ✓ এগুলো সরবরাহকারী কর্তৃক সংস্থাপন ও কমিশনিং এর মাধ্যমে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্টি বিধানের পর বিল পরিশোধযোগ্য। বাস্তবেও কার্যাদেশ মতে তাই করা হয়েছে।
- ✓ কিন্তু উক্ত যন্ত্রপাতি শুধু সরবরাহের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ৪.৫% হারের স্থলে ২.২৫% হারে সরবরাহকারীর নিকট হতে ভ্যাট আদায় করা হয়েছে। অথচ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যা/নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ সংস্থাপন বিলের উপর ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন/আদায়যোগ্য।
- ✓ এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৭০-আইন/২০০০/২৬৯-মূসক, তারিখঃ ০৮/৬/২০০০ অনুযায়ী সেবা কোড নং এস ০০৪.০০ মোতাবেক নির্মাণ সংস্থা এর ব্যাখ্যা এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ২(৬) এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ সংস্থাপনকে নির্মাণ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এসআরও নং-১৩০/২০০৭/৪৭৫-মূসক, তারিখঃ ২৭-০৬-২০০৭ খ্রিঃ অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ সংস্থাপন কাজে ৪.৫% হারে এবং এসআরও নং ২০১/আইন/২০১০/৫৫০-মূসক, তারিখঃ ১০-০৬-২০১০ খ্রিঃ অনুযায়ী ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তন/আদায়যোগ্য। কিন্তু এ নির্দেশনা পরিপালিত না হওয়ায় ভ্যাট কম কর্তনের কারণে সরকারের মোট ২,১৫,৩৮,১৭৭.৪৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে নিম্নে কার্যালয় অনুযায়ী বর্ণনা করা হলোঃ-

ক্রঃ নং	অফিসের নাম	ভ্যাট কম আদায়/কর্তন করার জড়িত অর্থ	বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট
(১)	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর	১,০০,২৭,২২৯.০০	১
(২)	এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট	১২,৭৮,০১৫.৪৬	২-২(৪)
(৩)	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম	৪,৪৯,৪৮৭.০০	৩(১-২)
(৪)	জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট এন্ড হাসপাতাল, ঢাকা	৪৫,৬৯,২২৮.৩৬	৪-৪(৭)
(৫)	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা	২৩,১২,৬৭২.৬৪	৫-৫(৪)
(৬)	জাতীয় বক্ষ ব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা	২৯,০১,৫৪৫.০০	৬-৬(১)
	সর্বমোটঃ	**২,১৫,৩৮,১৭৭.৪৬ টাকা**	

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ (১) মেসার্স লেক্সিকন মার্চেন্ডাইস, ঢাকা ও মেসার্স থ্রি আই মার্চেন্ডাইস, ঢাকা ভারী যন্ত্রপাতি শুধু সরবরাহ করবেন মর্মে দরপত্র দাখিল করে। যার প্রেক্ষিতে আলোচ্য ফার্মদ্বয় মালামাল সরবরাহ করতঃ বিল উত্তোলন করে। বিষয়টি

সেবাদানকারী হিসাবে ২.২৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানদ্বয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দিয়েছে।

- ✓ (২) বিওসি মূসক-১১ তে ভ্যাট পরিশোধ করে থাকে বিধায় ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীদের নিকট হতে এস আর ও নং ১৯৭/আইন/২০০৮/৪৯৯-মূসক তাং ১০-০৬-২০০৮ এবং আবগারী ও ভ্যাট সার্কেল, সিলেট এর স্মারক নং ০৯ তাং ০৩-০১-২০১০ অনুযায়ী ২.২৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। পরবর্তীতে রাজস্ব কমকর্তার কার্যালয়ের স্মারক নং ১১৩৩(৫০) তাং ৮/৭/২০১০ এবং এস আর ও নং ২০১/আইন /২০১০/৫৫০-মূসক তাং ১০-০৬-২০১০ অনুযায়ী ৪% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। মেশিন সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্মাণ সংস্থার ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য নয়।
- ✓ (৩) দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সংযোজন ও স্থাপনসহ চালু অবস্থায় বুঝিয়ে দেয়ার শর্ত আছে এবং সে অনুযায়ী চালু অবস্থায় বুঝিয়ে দেয়। বিধি অনুযায়ী বিল পরিশোধের সময় সরবরাহকারী হিসাবে ৪% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। সরবরাহকারী নিজে উৎপাদন না করে আমদানি করে সরবরাহ করে থাকেন। আমদানি করার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ করে থাকেন।
- ✓ (৪) যে সমস্ত মেশিন সরবরাহ করা হয়, সে সকল মেশিনের বিল হতে সরবরাহকারী হিসেবে ২.২৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। অত্র হাসপাতালে কোন সংস্থাপন এবং নির্মাণ কাজ করা হয়নি বিধায় নির্মাণ কাজ অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
- ✓ (৫) জবাব পাওয়া যায়নি।
- ✓ (৬) ঠিকাদারের বিল হতে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ২.২৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। উক্ত সনের বাৎসরিক অডিট যথারীতি সম্পন্ন হয়েছে। এ সকল ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে এখানে কাজ করে না। ভবিষ্যতে ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট, আয়কর যথারীতি কর্তনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। রাজস্ব বোর্ডের এসআরও এবং পিপিআর-২০০৬ এর সেকশন-২(৬) অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ সংস্থাপনকে নির্মাণ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ২.২৫% এর পরিবর্তে ৪.৫% হারে এবং ৪% পরিবর্তে ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।
- ✓ জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা এর জবাব না পাওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় অফিসের নিকট আপত্তিটি স্বীকৃতি লাভ করেছে।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৯-২০১২, ০৫-০৯-২০১২, ০৯-১২-২০১২, ০৪-১০-২০১২, ১৪-১০-২০১২, ২৭-০৯-২০১২, ০২-১২-২০১২ এবং ২৮-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনামঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয়কৃত X-Ray Film এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ১,২৩,১৯,৪০০.০০ টাকা অপচয়।

বিবরণঃ

- ✓ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সনের MSR ক্রয় ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষায় পর্যালোচনায় Stock Ledger পরিলক্ষিত হয় যে,
- ✓ **ক)** ১,১০,৫০,০০০.০০ টাকার বিভিন্ন সাইজের X-Ray Film এর মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১১ এবং ফেব্রুয়ারি/ ২০১২ সময়ের মধ্যে মেয়াদ শেষ হয়েছে **(বিবরণী পরিশিষ্ট-২)**।
- ✓ এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যবহারকারী বিভাগের চাহিদা ব্যতিরেকে উক্ত X-Ray Film গুলো ক্রয় করা হয়েছে। মেয়াদের মধ্যে ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারায় ক্রয়কৃত X-Ray Film মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ১,১০,৫৯,০০০.০০ টাকা অপচয় হয়েছে।
- ✓ এ ক্ষেত্রে জিএফআর ১০ ও ১৫২ মোতাবেক Financial Propriety ভঙ্গ হয়েছে।
- ✓ **খ)** ষ্টক লেজার যাচাইকালে আরো দেখা যায় যে, অডিটকালীন সময় (১০-১০-২০১১) পর্যন্ত Agfa Dry Imaging Film 10"×8" এর মজুদ ছিল ১৩৭ প্যাকেট যার মূল্য (১৩৭×৯২০০.০০) ১২,৬০,৪০০.০০ টাকা। উক্ত Film সমূহের মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১০ শেষ হয়ে গেছে এবং ইহার Physical existance যাচাইয়ান্তে নমুনা হিসাবে ১ প্যাকেট অডিটে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।
- ✓ কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা অডিটে উপস্থাপন করতে পারেনি। সুতরাং বাস্তবে বর্ণিত Film পাওয়া যায়নি।
- ✓ ফলে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম বিধায় সরকারের ১২,৬০,৪০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি। এমতাবস্থায় ক+খ অফিস এ মোট ১,২৩,১৯,৪০০.০০ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ বিস্তারিত **বিবরণী পরিশিষ্ট-০৭।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ X-Ray Film এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়ে অডিট জিজ্ঞাসাপত্র ইস্যু করা হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানান যে, ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন সংগ্রহপূর্বক এক্সরে কার্যক্রম শুরু হলে সংগৃহীত ফিল্মগুলি তেমন ব্যবহার করা হচ্ছে না। উল্লেখ্য আইসিটি ষ্টোর কিপারের মেয়াদ উত্তীর্ণের ব্যাপারে লিখিতভাবে জানানোর পর বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবে আপত্তির স্বীকৃতি পেয়েছে। জবাবের শেষ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে বিতরণের কথা বলা হলেও কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। এছাড়াও মেয়াদ উত্তীর্ণ X-Ray Film অন্য কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের সুযোগ নেই বিধায় জবাব গ্রহণ করা যায় না।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ প্রকৃত চাহিদা নিরূপন না করে X-Ray Film ক্রয় করায় জি এফ আর ২৫ (জিএফ আর এর পরিশিষ্ট ১এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৯) অনুযায়ী দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ✓ প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে মেয়াদ উত্তীর্ণ ফিল্ম এর অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনামঃ বাজার মূল্যের চেয়ে অত্যধিক উচ্চমূল্যে অনিয়মিতভাবে কোটেশনের মাধ্যমে Clam ECG ক্রয়ের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,২১,৪০,৯৬০.০০ টাকা।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা ২০০৯-২০১০ সালের এম এস আর ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার, ষ্টক লেজার, কোটেশন, বাজার মূল্য ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোটেশনের মাধ্যমে প্রতি সেটের একক মূল্য ২৯,৮৭৫.০০ টাকা হারে ৪১৬ সেট Clam ECG (C&BS for ECG) ক্রয় করে যার মোট মূল্য ১,২৪,২৮,০০০.০০ টাকা।
- ✓ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দরপত্র কার্যক্রমে অধিকতর প্রতিযোগিতা পরিপালন না করার লক্ষ্যে খোলা দরপত্র আহবান না করে ১৬-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে কোটেশন আহবান করে ১৯-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে কোটেশন জমা দিতে বলা হয় যা পিপিআর-২০০৮ এর অনুচ্ছেদ-৬৯(১) পরিপন্থী। এছাড়া একবার কোটেশন আহবান করে ২৬টি কার্যাদেশের মাধ্যমে ১,২৪,২৮,০০০.০০ টাকার Clam ECG ক্রয় করে (প্রতিটি কার্যাদেশে ৪,৭৮,০০০.০০ টাকা)। পিপিআর-২০০৮ এর ৬৯ (১) অনুযায়ী কোটেশনের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ২ লক্ষ টাকা এবং বৎসরে সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকার ক্রয় করতে পারে।
- ✓ বাজার দর কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত বাজার মূল্য প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, প্রতি সেট Clam ECG এর বাজার মূল্য ৬৯০.০০ টাকা (প্রতি সেট Clam ECG তে ৪টি Clam থাকে)। অথচ কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতামূলক দর পরিহার করে উদ্দেশ্যমূলক কোটেশনের মাধ্যমে নজিরবিহীনভাবে অত্যধিক উচ্চমূল্যে প্রতি সেট Clam ECG ২৯,৮৭৫.০০ টাকা দরে মেসার্স এইচ এন সার্জিকেল মার্ট এর নিকট হতে ৪১৬ সেট ক্রয় করে। প্রতি সেট Clam ECG বাজার মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত (২৯,৮৭৫-৬৯০) ২৯,১৮৫.০০ টাকা বেশী দরে ক্রয় করা হয়। (ক্রয়কৃত Clam ECG এর নমুনা এক সেট প্রমাণক হিসেবে অডিট দলের নিকট সংরক্ষিত আছে।)
- ✓ ফলে বাজার মূল্যের চেয়ে অত্যধিক উচ্চমূল্যে Clam ECG ক্রয়ের ফলে মোট (৪১৬×২৯১৮৫/-) ১,২১,৪০,৯৬০.০০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। এ ক্ষেত্রে জিএফআর-১০ মোতাবেক Financial Propriety ভঙ্গ করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ সালে প্রারম্ভিক মজুদ এবং সমাপ্তি মজুদ ছিল ৩৭৬ সেট এবং ২০-০৯-২০১১ পর্যন্ত মজুদ আছে ২৭৬ সেট যা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে জিএফআর ১৫২ ভঙ্গ করে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট ৮ এর পাতা ১-২ এ সংযুক্ত)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসার স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে উল্লেখিত এম.এস.আর সংগ্রহ করা হয়েছে। দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে মালামাল সংগ্রহ করতে হলে একমাসের অধিক সময় লেগে যায়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ এম এস আর ক্রয়ের প্রায় ২ বৎসর পর (২০-০৯-২০১১) ২৭৬ সেট Clam ECG ষ্টোরে অব্যহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। পিপিআর-২০০৮ এর অনুচ্ছেদ ৬৯(১) (৪) ভঙ্গ করে বাজার মূল্যের চেয়ে অত্যধিক উচ্চমূল্যে এম এস আর সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
- ✓ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা ক্রয়কৃত clam ECG এর ২০০৯-২০১০ সালের প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদ ছিল-৩৭৬ সেট এবং ২০-০৯-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত মজুদ ২৭৬ সেট ফলে জরুরী প্রয়োজনে ক্রয় বিষয়টি অবান্তর। উল্লেখ্য যে, বাজার দর যাচাই কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিসেট clam ECG এর মূল্য ৬৯০.০০ টাকা অথচ সরকারি বিধি-বিধান উপেক্ষা করে প্রতিসেটের সংগ্রহ মূল্য দেয়া হয়েছে ২৯,৮৭৫.০০ টাকা।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় করে সরকারি হিসাবে জমা করা আবশ্যক।
- ✓ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তদন্তের মাধ্যমে সরকারি অর্থ অপচয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিকল্পিত অপরাধের পুনরাবৃত্তি না হয়।

অনুচ্ছেদ-০৪

শিরোনামঃ (১) মেরামত না করেই Infant Incubator, CT Scane Machine এবং অটোক্লেভ মেশিন এর মেরামত দেখিয়ে ভুয়া বিলের মাধ্যমে, (২) ইন্টারনেট এণ্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ষ্টোর হতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ইস্যুকৃত ইনডেন্ট এর অনুকুলে প্রকৃত ইস্যু অপেক্ষা অতিরিক্ত ইস্যু দেখিয়ে এবং (৩) **অব্যবহৃত X-Ray Film স্টক লেজারে কম প্রদর্শন দেখিয়ে ১,২৩,৯০,১৪৫.০০ টাকা আত্মসাৎ।**

বিবরণঃ

- ✓ ১। ক) পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ এর এম এস আর সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- ✓ ২০০৯-২০১০ সালে ৯৪টি Infant Incubator এর যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও সংযোজনের জন্য (মেরামত) ৪টি বিলের মাধ্যমে মোট ১৯,৯০,২৬০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- ✓ Incubator কক্ষ পরিদর্শনকালে দেখা যায়, সেখানে ৫টি নতুন Incubator মেশিনে কাজ চলছে যা ২০০৯-২০১০ সালে CMSD হতে সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য CMSD হতে ঐ বৎসর ৮টি Baby incubator সরবরাহ করা হয় যার মূল্য ২৩,২৪,০০০.০০ টাকা।
- ✓ এছাড়াও Ward incharge লিখিতভাবে অডিটকে জানান যে, ২০০৯-২০১০ সালে কোন Infant Incubator machine মেরামত করা হয়নি। অথচ কর্তৃপক্ষ ৪টি বিলের মাধ্যমে Incubator মেশিন মেরামত দেখিয়ে ১৯,৯০,২৬০.০০ টাকা পরিশোধ করে যা আত্মসাতের সামিল।
- ✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-৯।**

- ✓ **খ)** ২০০৮-২০০৯ সনে বিল নং-১০৯ তাং ১৮-০৬-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স মেডিটেল প্রাঃ লিমিটেডকে Hitachi CT Scane Machine, Model CT-W2000 মেরামতের জন্য ২৬,৭২,৫০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত মেশিনটি মেরামতের জন্য ২০০৭-২০০৮ সনে বিল নং-১২৭ তাং ১৯-০৬-২০০৮ এর মাধ্যমে ৬১,৪০,০০০.০০ টাকা এবং ২০০৯-২০১০ সনে বিল নং-১৭৭ তাং ০৯-০৬-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৫০,৩০,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করে।
- ✓ CT Scane Machine মেরামতের রেজিষ্টার পৃষ্ঠা-৭ হতে দেখা যায় যে, ১৯-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ এবং ০৯-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মেরামতের বিপরীতে যন্ত্রাংশ সংযোজনের প্রমাণক পাওয়া যায়। কিন্তু ১৮-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ২৬,৭২,৫০০.০০ টাকার মেরামতের বিপরীতে যন্ত্রাংশ সংযোজনের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- ✓ সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন মেরামত কিংবা CT Scane মেশিনের কোন যন্ত্রাংশ সংযোজন ছাড়াই ২৬,৭২,৫০০.০০ টাকা ভূয়া বিল পরিশোধের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

- ✓ গ) নিরীক্ষাকালে আরো লক্ষ্য করা যায় যে, অটোক্লাভ মেশিন ব্যবহারকারী জনাব জাফর এবং চীফ টেকনিশিয়ান এর কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা ছাড়া এবং তাদের অজান্তেই ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে অটোক্লোভ মেশিনের যন্ত্রাংশ সংযোজনসহ মেরামতের জন্য বিল নং-১১৪ তাং ১৮-০৬-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৪,৮০,২৪০.০০ টাকার ও বিল নং ১১৫ তাং ১৮-০৬-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৪,৮০,২৪০.০০ টাকার মোট ৯,৬০,৪৮০.০০ টাকার যন্ত্রাংশ মেসার্স রোকেয়া ইন্টারন্যাশনাল, ২৮২/১, বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭ এর নিকট হতে ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত বা ক্রয় দেখানো যন্ত্রাংশ সংশ্লিষ্ট মেশিনে সংযোজনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পুরাতন যন্ত্রাংশগুলোর কোন মজুদও পাওয়া যায়নি। এছাড়া মাত্র ৬টি অটোক্লেভ মেশিনের জন্য (ষ্টক অনুযায়ী) দুটি বিলের মাধ্যমে ১৫+১৫= ৩০টি গেইট বাল্ব, ১২+১২=২৪টি গ্যাসকিট, ১২+১২=২৪টি গ্লাস টিউব ক্রয়ের বিষয়টি অস্বাভাবিক।

যন্ত্রাংশগুলো আইসিটি ষ্টোর ইনচার্জ কর্তৃক ষ্টক এন্ট্রি করে C.A. বরাবরে ইস্যু দেখানো হয়েছে মাত্র। এসব কারণে উল্লিখিত মেরামতের বিষয়টি সাজানো বলে প্রতীয়মান হয়।

✓ এতে সরকারের মোট ১৯,৯০,২৬০.০০ + ২৬,৭২,৫০০.০০ + ৯,৬০,৪৮০.০০ =৫৬,২৩,২৪০.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

✓ ২। MSR ক্রয় ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষায় ইসিজি পেপার/এইচ জি-হাই গ্লোসী প্রিন্টিং পেপার সংরক্ষণের মজুদ বহি, ICT ষ্টোরের Compilation Register, বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইনডেন্ট বুক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইনডেন্ট এর অনুকূলে অতিরিক্ত মালামাল ইস্যু দেখিয়ে ২৬,৭৬,১৫০.০০ টাকা মূল্যের ইসিজি পেপার/এইচ জি- হাই গ্লোসী প্রিন্টিং পেপার আত্মসাৎ করা হয়েছে।

✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট ১০ পাতা ১-২ এ সংযুক্ত)।**

✓ লেবার ওয়ার্ড ইন-চার্জ (ওয়ার্ড-১৭) একটি রিপোর্টের মাধ্যমে জানান যে উক্ত ওয়ার্ডে কোন ইসিজি পেপার/এইচ জি- হাই গ্লোসী প্রিন্টিং পেপার ব্যবহার করা হয়নি। উক্ত ওয়ার্ডের অনুকূলে আইসিটি ষ্টোর হতে ইস্যু দেখানো ১৭৫টি হাই গ্লোসী প্রিন্টিং পেপার হিসাব সঠিক নয়।

✓ দুর্বল ভান্ডার ব্যবস্থাপনার কারণে এ ধরনের কারচুপি সংঘটিত হয়েছে। জিএফআর-১৬৫ অনুযায়ী উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী ভান্ডারের মালামাল বৎসরে একবার বাস্তব যাচাই করা হলে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো যেত।

✓ ৩। MSR ক্রয় ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষায় স্টক লেজার ও অন্যান্য কাগজ পত্রাদি যাচাইকালে দেখা যায় যে,

✓ **ক)** যে পরিমাণ X-Ray Film CMSD হতে সরবরাহ গ্রহণ করা হয় সেই পরিমাণ X-Ray Film ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্টক লেজার এ প্রদর্শন করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে স্টক লেজার হিসাবে কম পরিমাণ দেখানো হয়। যার ফলে X-Ray Film বাবদ ১৩,১৯,৭৭৫.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।

✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট ১১।**

✓ খ) Indent Ledger যাচাইকালে দেখা যায় যে, Radiology and Imaging Depertment বিভিন্ন প্রকার X-Ray Film –Indent ledger মোতাবেক যে পরিমাণ গ্রহণ করে, ICT ষ্টোর এর স্টক লেজারে তার চেয়ে ১৩,৮৭,৫৪৯.০০ টাকা মূল্যের X-Ray Film বেশী পরিমাণ বিতরণ দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়।

✓ বিস্তারিত **বিবরণী পরিশিষ্ট-১২।**

✓ **গ)** অপরদিকে Radiology and Imaging বিভাগ Indent ledger এর মাধ্যমে ICT ষ্টোর হতে যে পরিমাণ বিভিন্ন প্রকার Film গ্রহণ করেন সেই পরিমাণ Film সংশ্লিষ্ট বিভাগের ষ্টক লেজারে এন্ট্রি না করে গৃহীত Film এর চেয়ে কম পরিমাণ স্টক লেজারে এন্ট্রি দেখিয়ে ২,৫৩,৪১২.০০ টাকা মূল্যের Film আত্মসাৎ করা হয়।

✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-১৩ সংযুক্ত।**

✓ **ঘ)** Stock Ledger যাচাইকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রকার Film এর বৎসর শেষে সমাপনী স্থিতি পরবর্তী বছরের প্রারম্ভিক স্থিতি হিসেবে স্থানান্তর করা হয়নি। এমনকি স্থিতি স্থানান্তর হলেও সমাপনী স্থিতি অপেক্ষা পরবর্তী বছরের প্রারম্ভিক স্থিতি (ব্যালেন্স) কম প্রদর্শন করা হয়েছে। এভাবে স্থিতি স্থানান্তরের মাধ্যমে ৪,১৯,০৮৩.০০ টাকা মূল্যের Film আত্মসাৎ করা হয়।

✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-১৪ এ সংযুক্ত।**

✓ ঙ) Film বিতরণ ও ব্যবহার রেজিষ্টার যাচাইকালে Radiology and Imaging বিভাগের স্টক লেজার হতে দেখা যায় যে, CT Scan Machine ব্যবহারের জন্য ২০০৯-২০১০ সালে ৩৩,৬০০ সিট Film সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ানকে সরবরাহ করা হয়। তন্মধ্যে ব্যবহৃত হয় ৩৩,২১৬ সিট। উদ্বৃত ৩৮৪ সীট আত্মসাৎ করা হয় যার মূল্য (৩৮৪ ×১৯৪) ৭৪,৪৯৬.০০ টাকা।

✓ ২০০৯-২০১০ সালে MRI মেশিনে ব্যবহারের জন্য ৬,৫০০ সীট Film সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ানকে সরবরাহ করা হয়। তন্মধ্যে ব্যবহৃত হয় ৬,২৬০ সিট। উদ্বৃত ২৪০ সীট আত্মসাৎ করা হয় যার মূল্য (২৪০×১৭৯.৯৫) ৪৩,১৮৮.০০ টাকা।

✓ অপরদিকে ২০০৭-২০০৮ ও ২০০৮-২০০৯ সালে CT Scan and MRI Machine ব্যবহারের জন্য সর্বমোট (৩৪০০০+২৭২০০) ৬১,২০০ সীট সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ানকে সরবরাহ করা হয়। তন্মধ্যে ব্যবহার করা হয় (৩৩,৭১৮.০০+২৪,৪২৪.০০) ৫৮,১৪২ সীট। উদ্বৃত ৩০৫৮ সীট আত্মসাৎ করা হয় যার মূল্য (৩০৫৮× ১৯৪) ৫,৯৩,২৫২.০০ টাকা।

✓ এভাবে প্রতিবছর ব্যবহারের পর উদ্বৃত Film সংশ্লিষ্ট বিভাগে ফেরৎ না দিয়ে/পরবর্তী বছরে ব্যবহার না করে (৭৪,৪৯৬.০০ + ৪৩,১৮৮.০০ + ৫,৯৩,২৫২.০০) ৭,১০,৯৩৬.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

✓ বিস্তারিত **বিবরণী পরিশিষ্ট-১৫ (১-২) এ সংযুক্ত।**

✓ উপরোক্ত বর্ণনায় মোট ৪০,৯০,৭৫৫.০০ (১৩,১৯,৭৭৫.০০ + ১৩,৮৭,৫৪৯.০০ + ২,৫৩,৪১২.০০ + ৪,১৯,০৮৩.০০ + ৭৪,৪৯৬.০০ + ৪৩,১৮৮.০০ + ৫,৯৩,২৫২.০০) টাকা আত্মসাৎ হয়েছে।

✓ সর্বমোট (১) মেরামত না করেই Infant Incubator, CT Scane Machine এবং অটোক্লেভ মেশিন এর মেরামত দেখিয়ে ভুয়া বিলের মাধ্যমে, (২) ইন্টারনেট এণ্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ষ্টোর হতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ইস্যুকৃত ইনডেন্ট এর অনুকুলে প্রকৃত ইস্যু অপেক্ষা অতিরিক্ত ইস্যু দেখিয়ে এবং (৩) অব্যবহৃত X-Ray Film স্টক লেজারে কম প্রদর্শন দেখিয়ে ১,২৩,৯০,১৪৫.০০ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

✓ ১। (ক) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সিস্টার ইন-চার্জ এর আবেদন এবং বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে Infant Incubator মেশিনগুলো মেরামত করা হয়েছে। (খ) CT Scan Machine মেরামতের স্বপক্ষে পুরাতন যন্ত্রাংশ আইসিটি ষ্টোরে জমা আছে।

✓ ২। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানান যে, ইসিজি পেপার/এইচ জি- হাই গ্লোসী প্রিন্টিং পেপার মজুদ বহি গড়মিলের ব্যাপারে আইসিটি ষ্টোর ইনচার্জ এর নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে এবং একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর অডিটকে অবহিত করা হবে।

✓ এ ধরনের ভুল ভ্রান্তি ভবিষ্যতে যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিবেদন অডিট অফিসে প্রেরণ করা হবে।

✓ ৩। (ক) এক্স-রে ফিল্ম আইসিটি ষ্টোর হতে সংগ্রহপূর্বক স্টক লেজার এন্ট্রি করা হয় এবং রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়।

✓ (খ) সংগৃহীত এক্স-রে ফিল্ম স্টক লেজারে এন্ট্রি করা হয়েছে। (গ) হাসপাতালের মেডিকেল টেকনোলজিস্টকে যে পরিমাণ সিটি স্ক্যান ফিল্ম আইসিটি ষ্টোর হতে দেয়া হয়েছে তা রোগ নির্ণয় পরীক্ষা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

(ঘ) সিএমএসডি হতে বিভিন্ন সময় যে পরিমাণ এম,এস,আর/এক্স-রে ফিল্ম সংগ্রহ করা হয়েছে তা স্টক লেজার এন্ট্রি করে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিতরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ ১। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা জবাবের স্বপক্ষে প্রদত্ত প্রমাণকের সাথে আপত্তির মিল পাওয়া যায়নি।
- ✓ ২। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- ✓ জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা বিভিন্ন ওয়ার্ডের চাহিদার অতিরিক্ত মালামাল ইস্যু দেখিয়ে যোগসাজসে সরকারি অর্থ আত্মসাত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।
- ✓ ৩। স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা আপত্তির সাথে জবাবের কোন সংগতি পাওয়া যায়নি। আপত্তিতে চাহিদার অতিরিক্ত বিতরণ, স্টক লেজারে কম পরিমাণ উত্তোলন, সমাপনী স্থিতি স্থানান্তর না করে আত্মসাৎ এবং সরবরাহকৃত ফিল্ম ব্যবহৃতের অতিরিক্ত হিসাব সংরক্ষণ না করাজনিত আত্মসাৎ এর বিষয় উল্লেখিত।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া আবশ্যক।
- ✓ জি এফ আর ২৫ (জিএফআর এর পরিশিষ্ট-১ এর অনুচ্ছেদ-৪ ও ৯) অনুযায়ী দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনামঃ প্রতিযোগিতা এড়ানোর লক্ষ্যে বিধি লঙ্ঘন করে দরপত্র আহ্বান ব্যতিরেকে বাজার দর/এস.আর দরের চেয়ে কোটেশনের মাধ্যমে M.S.R সামগ্রী ক্রয় বাবদ ১৭,৮৯,৬৩,৫৯৫.০০ টাকা ব্যয়।

বিষয়বস্তুঃ

- ✓ ১। পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ সালের M.S.R সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে বিল/ভাউচার ও অন্যান্য সম্পর্কিত কাগজ পত্রাদি যাচাই করা হয়।
- ✓ যাচাইকালে দেখা যায় যে, প্রতিযোগিতা এড়ানোর লক্ষ্যে বিধি লঙ্ঘন করে (Rule 69(1) PPR-2008) উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ব্যতিরেকে বাজার/এস.আর দরের চেয়ে অধিক মূল্যে কোটেশনের মাধ্যমে M.S.R সামগ্রী ক্রয় বাবদ ১৩,৯৪,৫৩,০৪০.০০ টাকা ব্যয় করা হয়।
- ✓ বিস্তারিত **বিবরণী পরিশিষ্ট-১৬ (১-১৯) পাতা।**
- ✓ PPR-2008 এর রুল ৬৯(১) এর অনুযায়ী ক্রয়ের প্রতি ক্ষেত্রে অনধিক ২ লক্ষ টাকা এবং বৎসের সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকার ক্রয় কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবারে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে রেখে একই দ্রব্য একই দিন অথবা ২/১ দিন অন্তর অন্তর একাধিকবার কার্যাদেশ প্রদান করে উপরে বর্ণিত টাকা ব্যয় করেন।
- ✓ আরোও উল্লেখ্য যে, কোটেশনের ভিত্তিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজার দর/এস, আর দরের চেয়ে অনেক বেশী দরে ক্রয় করা হয়।
- ✓ অধিকন্তু এই সমস্ত ক্রয়ের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী বিভাগের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী এবং অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা ব্যতিরেকে প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করা হয়।
- ✓ হাসপাতালের জন্য এ সমস্ত ক্রয়কৃত মালামাল বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনায় ইচ্ছাকৃতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়াও M.S.R সামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত দরপত্রে ক্রয়কৃত এম.এস.আর অন্তর্ভুক্ত না করে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ণিত বিধি লঙ্ঘন করে কোটেশন পদ্ধতি ব্যবহার করেন।
- ✓ ২। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সনের MSR ক্রয় ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষায় দরপত্র নথি, দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীর নথি, ক্রয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীর নথি, চুক্তি সম্পাদনের নথি, কার্যাদেশ নথি, বিল/ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বিপুল পরিমাণ এম এস আর কোটেশনের মাধ্যমে উচ্চমূল্যে ক্রয় করায় সরকারের **৩,৪৪,২৯,৬৭০.০০** টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-১৭(১-২) এ সংযুক্ত।**
- ✓ উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে ২২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত স্মারক নং স্বঃ অধি/হিসাব/এমএসআর/এসআরকর/২০০৯-১০/৮১১৮ এর মাধ্যমে এমএসআর ক্রয়ের মূল্য (Standard Rate) নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ✓ আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- ✓ ৩। পরিচালক, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর এর ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ সালের হিসাবের উপর MSR ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিসেট সাকশন ইউনিট এর মূল্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমএসআর তালিকা অনুযায়ী ৯,৯৭৫.০০ টাকা হলেও কর্তৃপক্ষ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মেসার্স ল্যাব্রিকোন মার্চেন্ডাইস এর নিকট হতে প্রতিসেট ২৮,০০০.০০ টাকা দরে ক্রয় করা

হয়েছে । ফলে প্রতিসেট সাকশন ইউনিট ক্রয়ে ১৮,০২৫.০০ (২৮,০০০.০০ - ৯,৯৭৫.০০) টাকা হিসেবে ৩৫ সেট সাকশন ইউনিট ক্রয়ে সরকারের মোট ৬,৩০,৮৭৫.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

✓ বিস্তারিত **বিবরণী পরিশিষ্ট- ১৮**।

✓ ৪। প্রকল্প পরিচালক, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ সালের এম.এস.আর ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে ইনভয়েস/বিল ভাউচার এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এম এস সামগ্রীর মূল্য তালিকা ২০০৭-২০০৮ হতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সরবরাহকারীর নিকট হতে বিভিন্ন প্রকার এম.এস.আর সামগ্রী এস আর (মূল্য তালিকা) এর চেয়ে অধিক মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। ফলে সরকারের ৪৪,৫০,০১০.০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়। **বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -১৯-১৯(১-২)**।

ক্রমিক নং	জড়িত অর্থ	বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট
১	১৩,৯৪,৫৩,০৪০.০০	১৬ (১-১৯)
২	৩,৪৪,২৯,৬৭০.০০	১৭(১-২)
৩	৬,৩০,৮৭৫.০০	১৮
৪	৪৪,৫০,০১০.০০	১৯-১৯(১-২)
সর্বমোট	১৭,৮৯,৬৩,৫৯৫.০০	

✓ **ফলে সর্বমোট** ১৭,৮৯,৬৩,৫৯৫.০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

✓ ১। জরুরী চাহিদার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে খোলা দরপত্র আহ্বান না করে কোটেশনের মাধ্যমে এম.এস.আর সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। এম.এস.আর আইটেমগুলি বিদেশী বিধায় সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

✓ ২। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানান যে, সংগৃহীত মালামালের বিবরণ ও গুণগতমান ব্যবহারের উপযোগী এবং জরুরী ক্রয়ের প্রয়োজন ছিল বিধায় গুণগত মান ও ব্যবহারকারীদের পরামর্শ অনুযায়ী কোটেশনের মাধ্যমে এস আর মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে এম এস আর ক্রয় করা হয়েছে।

✓ ৩। সাকশন ইউনিটের দর এম.এস.আর দর তালিকায় ৯,৯৭৫.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে উহাতে কোন দেশের নাম নেই। উক্ত দরে মান সম্মত মালামাল পাওয়া যায় না। কিন্তু ল্যাক্সিকোন থেকে ক্রয়কৃত মাল মানসম্মত, উন্নতমানের ও দীর্ঘস্থায়ী।

✓ সাকশান ইউনিট এর মূল্য এম.এস.আর তালিকা অনুযায়ী ৯৯৭৫.০০ টাকা হলেও ইহা বিদেশী আইটেম যার মূল্য বেশি হতে পারে। এছাড়া পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে ইহা ক্রয় করা হয়।

✓ ৪। এম.এস.আর দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। এসআর মূল্যে এম.এস.আর ক্রয় করতে হবে মর্মে পিপিতে উল্লেখ নেই, অতএব এ বিষয়ে বাধ্যবাধকতা ছিল না। এম.এস.আর ক্রয়ে সরকারি দরপত্র এর বিধি বিধান পালনপূর্বক ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া আয়রন কট ইত্যাদি হাসপাতাল আসবাবপত্রসমূহের যে এসআর রেট উল্লিখিত আছে, সেই রেটে অটবী ব্রান্ডের সরবরাহকৃত বিদেশী কাঁচামালের তৈরি ফার্নিচার কোনক্রমেই পাওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু কারিগরী কমিটি ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে মালামাল ক্রয় করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ ১। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক নয় কেননা পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা উপেক্ষা করে ব্যয়সীমা ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে একই দিন অথবা ২/১ দিন অন্তর অন্তর একাধিকবার কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে এম.এস.আর সংগ্রহ দেখিয়ে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। তাছাড়া এরূপ অনিয়ম সংগঠনের লক্ষ্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রয়কৃত এম.এস.আর বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় এম.এস.আর সংগ্রহ করায় যথাযথ দর প্রতিযোগিতা না হওয়ার বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- ✓ ২। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বাজার মূল্যের সাথে যাচাই করে জরুরী ভিত্তিতে মালামাল ক্রয় করার জন্য ২২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং স্বঃ অধি/হিসাব/এমএসআর/এসআরকর/২০০৯-১০/৮১১৮ এ এম এস আর ক্রয়ের মূল্য (Standard Rate) নির্ধারণ করেছে।
- ✓ অপরদিকে সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে জরুরী প্রয়োজন দেখিয়ে উচ্চ মূল্যে এম.এস.আর ক্রয়ের কোন অবকাশ নেই।
- ✓ ৩। জবাব সন্তোষজনক নয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর বাজার মূল্য যাচাই করে এসআর নির্ধারণ করা হয়। কাজেই যে সমস্ত এম.এস.আর অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অধিক মূল্যে ক্রয় করার সুযোগ নেই।
- ✓ ৪। জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পিপিতে এসআর মূল্যের ক্রয়ের উল্লেখ না থাকলে এসআর রেট অনুসরন করতে হবে না তা সঠিক নয়।
- ✓ তাছাড়া দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে অটবী থেকে বা বিদেশী মালামাল ক্রয় করতে হবে তা বিধি সম্মত নয়।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৯-২০১২ ও ০৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ অপচয়ের জন্য বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬

শিরোনামঃ বাজার দর যাচাই ব্যতিরেকে উচ্চদরে HIV Strips ক্রয় করায় সরকারের ৫০,২৯,৪৭৯.০০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সনের MSR ক্রয় ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষায় কোটেশন নথি, দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীর নথি, ক্রয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীর নথি, চুক্তি সম্পাদনের নথি, কার্যাদেশ নথি, বিল/ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,
- ✓ কোটেশনের ভিত্তিতে Rokeya International Ltd. হতে ৫৬,৫১১ পিস ১১৫.০০ টাকা দরে সর্বমোট ৬৪,৯৮,৭৬৫.০০ টাকার Human Imnune deficiency virus test (HIV) strips ক্রয় করা হয়। বাজার দর যাচাই ব্যতিরেকে কোটেশনের বিপরীতে প্রদত্ত দর মূল্যায়ন করা হয়।
- ✓ ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের টেন্ডারের তুলনামূলক বিবরণী অনুযায়ী উক্ত পণ্যের সর্ব নিম্নদর ছিল ২৬.০০ (ছাব্বিশ) টাকা।
- ✓ ২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসরের টেন্ডার দরই বাজার দর হিসাবে বিবেচিত।
- ✓ উক্ত বৎসরে বাজার দর যাচাই ব্যতিরেকে কোটেশনের ভিত্তিতে ক্রয় করায় (১১৫-২৬.০০ × ৫৬,৫১১টি) ৫০,২৯,৪৭৯.০০ সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ বিস্তারিত **বিবরণী পরিশিষ্ট-২০ এ সংযুক্ত।**
- ✓ উল্লেখ্য যে, অডিট দল কর্তৃক সরেজমিন বাজার যাচাইয়ে (বিএম ভবনের 1st floor) বাজার দর ২৪.০০-২৬.০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানান যে, আপত্তিকৃত আইটেমটি বিদেশী রোগীদের সুচিকিৎসার স্বার্থে ব্যবহারকারীগণের মতামত অনুযায়ী গুণগত মান সম্পন্ন এম এস আর সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। অডিট কর্তৃক যে দর উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত বিবরণের সাথে সংগ্রহকৃত মালামালের মিল নেই।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ✓ স্থানীয় অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। আবেদনকৃত দরপত্রের দর অনুযায়ী এবং বাজার দর যাচাই ব্যতিরেকে উচ্চ দরে এম.এস.আর সংগ্রহ দেখিয়ে সরকারি আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ✓ বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিস্তারিত তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের সনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিকল্পিত অপরাধ কেউ না করতে পারে।
- ✓ আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনামঃ অনিয়মিতভাবে কোটেশনে উচ্চ মূল্যে ইনজেকশন Heparin ক্রয়ে সরকারের ১,২৮,৯১,৬৬০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ সনের এম এস আর সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে এম এস আর খাতের বিল/ভাউচার, দরপত্র দলিল, কোটেশন নথি ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে মেসার্স এম এস এন্টারপ্রাইজ এর নিকট হতে কোটেশনে উচ্চ মূল্যে ইনজেকশন Heparin (5000 unit) ক্রয়ে সরকারের ১,২৮,৯১,৬৬০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ ১) বিস্তারিত পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ২৭-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে জনাব শাহানা আবেদীন, সিনিয়র ষ্টাফ নার্স, নেফ্রোলজি বিভাগ এর ৫০০০ ভায়াল ইনজেকশন Heparin ক্রয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৯-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আহবানকৃত কোটেশনের বিপরীতে ৩১টি কার্যাদেশে সর্বমোট ৭৪০৯ ভায়াল ইনজেকশন ক্রয় করা হয়। ৯টি বিলে সর্বমোট ১,০৪,৮৯,৭১০.০০ টাকা ২০০৯-২০১০ সালে পরিশোধ করা হলেও অদ্যাবধি অবশিষ্ট ৪৯,৯৫,১০০.০০ টাকা সরবরাহকারীকে পরিশোধ করা হয়নি। কোটেশনে প্রতিটি ইনজেকশনের সর্বনিম্ন দর ছিল ২০৯০.০০ টাকা। উক্ত ৭৪০৯টি Heparin ইনজেকশনের মোট মূল্য ১,৫৪,৮৪,৮১০.০০ টাকা।
- ✓ ২) পিপিআর-২০০৮ বিধি-৬৯ মোতাবেক রাজস্ব বাজেটের আওতায় কোটেশনে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি ২,০০,০০০.০০ টাকা এবং বৎসরে সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০.০০ টাকা ব্যয়ের বিধান থাকলেও পিপিআর-২০০৮ লঙ্ঘন করে সর্বমোট ১,৫৪,৮৪,৮১০.০০ টাকার উক্ত ইনজেকশন ক্রয় করা হয়।
- ✓ ৩) নেফ্রোলজি বিভাগ ৫০০০ ইনজেকশন ক্রয়ের জন্য অধিযাচন প্রেরণ করে। উক্ত ইনজেকশনের মেয়াদ ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ব্যবহার রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৫-১২-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৪২৫ ভায়াল ইনজেকশন ব্যবহার হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ৭৪০৯ ভয়াল ইনজেকশন ব্যয়ের জন্য প্রায় ৩ বছর সময় প্রয়োজন। প্রয়োজন ব্যতীত বাজেট তামাদি হওয়ার অজুহাতে কোষাগার হতে অর্থ উত্তোলন কোষাগার বিধির এস আর ১৬৭ এর পরিপন্থী।
- ✓ ৪) পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৭ মোতাবেক বাৎসরিক চাহিদা ৫০০০ ভয়াল এর ১৫% হিসাবে ৭৫০ ভায়াল সর্বমোট ৫৭৫০ ভায়াল ইনজেকশন উক্ত মুল্যে ক্রয়যোগ্য ছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ উচ্চ মূল্যে ১৬৫৯ ভায়াল অতিরিক্ত ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করে। ইহার মূল্য ৩৪,৬৭,৩১০.০০ টাকা।
- ✓ ৫) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পরিপত্র নং-আইএসইডি/সিপিটিইউ/পরিপত্র/২০০৮/৪১৫ মোতাবেক কোটেশন বিজ্ঞপ্তিটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি। ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে বাজার দরে উক্ত ঔষধ ক্রয় না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ ৬) অপরদিকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২০০৯-২০১০ সনের দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ইনজেকশন হেপারিন ২৫০০ ইউনিট

এর সর্বনিম্ন মূল্য ১৭৪.০০ টাকা ছিল। ৫০০০ ইউনিটের ইনজেকশনের মূল্য ইহার দ্বিগুন ৩৪৮.০০ টাকারও কম। মেসার্স মেডিকেল সাপ্লায়ার্স চট্টগ্রাম এর সরবরাহকারী উক্ত সর্বনিম্ন দর প্রদান করে।

- ✓ আবার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়ার ২০০৯-২০১০ সনের দরপত্রে উক্ত ইনজেকশনের সর্বনিম্ন দর ছিল ২০৮.০০ টাকা। ইহার দ্বিগুন মূল্য ৪১৬.০০ টাকারও কম ছিল ৫০০০ ইউনিট এর ইনজেকশনের মূল্য। মেসার্স সরকার ড্রাগ হাউজ উক্ত সর্বনিম্ন দর প্রদান করে। এতে প্রতীয়মান হয় স্থানীয় বাজারে উক্ত ৫০০০ ইউনিট ইনজেকশনের মূল্য ৩৫০.০০ টাকার উর্ধ্বে নয়। উল্লেখ্য যে, অডিট দল কর্তৃক বাস্তব যাচাইয়ে মিটফোর্ড অঞ্চলে ঔষধের দোকানে উক্ত ইনজেকশনের বাজার মূল্য ৩৫০.০০ টাকা পাওয়া গেছে।
- ✓ ৭) এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ইনজেকশন উচ্চ মূল্যে ক্রয়ে ক্ষতি হয়েছে। (২০৯০-৩৫০) x ৭৪০৯ ভায়াল = ১,২৮,৯১,৬৬০.০০ টাকা।
- ✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট- ২১ এ সংযুক্ত)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ পত্রিকায় দরপত্র প্রচার করে সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় সরবরাহকারীদের নিকট হতে কোটেশনের মাধ্যমে ঔষধ সংগ্রহ করে রোগীদের সরবরাহ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ পিপিআর-২০০৮ বিধি-৯৮ এর বিধান লঙ্ঘন করে কোটেশনের মাধ্যমে ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে। এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ ঔষধের মূল্য নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অধিক মূল্যে ক্রয় করায় ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি দ্বারা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অবহিত করা আবশ্যক।
- ✓ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮

শিরোনামঃ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক বিবেচিত সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩২,৮৪,৩৬০.৬১ টাকা।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সনের এম এস আর ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে দরপত্র নথি, দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীর নথি, চুক্তি সম্পাদনের নথি, কার্যাদেশ নথি, বিল/ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, IFB নং CMSD/এ-২০০৫-২০০৬/৬৩২/এ-০৫/২৭ তারিখঃ ০৪-০১-২০০৭ এর মাধ্যমে দরপত্র প্যাকেজ নং এ-৬৩২ (Sub Proejct-B) অধীন ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়।
- ✓ TEC প্রতিবেদন হতে দেখা যায় ৬টি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে কারিগরীভাবে যোগ্য বিবেচিত হওয়ার পর সর্বনিম্ন দরপত্র মূল্যায়িত হয় M/S Maks Trading International, Dhaka যাদের দরপত্রের মূল্য ছিল Euro ৪,৯১,২৪৩.০০ সমপরিমাণ ৪,৬৭,২৪,০৮৬.৯০ টাকা। সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ দেয়ার জন্য সিএমএসডি কর্তৃপক্ষ ০১-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বিশ্বব্যাংকের নিকট অনাপত্তির জন্য পত্র লেখা হয়।
- ✓ বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানায় যে, M/S Ritchman pte Ltd. (Local agent Maks Trading International) এর দাখিলকৃত দরপত্রে আইটেম নং-৯ (Tissue Flotation Bath) এ ঘাটতি আছে।
- ✓ যার ফলে পরবর্তীতে TEC পুনরায় তাদের প্রতিবেদনে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা M/S Biponon Limited কে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে বিবেচনা করে এবং কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে যাদের চুক্তি মূল্য Euro ৫,২৫,৭৭৩.৭৮ সমপরিমাণ ৫,০০,০৮,৪৪৭.৩১ টাকা। ইতোমধ্যে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা M/S Maks Trading International তার অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করে যে, তাদের ৯ নং আইটেমটি কারিগরীভাবে অত্যন্ত ভাল।
- ✓ TEC এ ব্যাপারে M/S Maks Trading International এর নিকট হতে ব্যাখ্যাও চাইতে পারত।
- ✓ Tissue Flotation Bath (আইটেম নং-৯) দরপত্রের একটি সিঙ্গেল আইটেম যার মূল্য ৬৬০ ইউরো সমতুল্য মাত্র ৬৭,৮২৬.০০ টাকা এবং সিঙ্গেল আইটেমের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ আমলে না নিয়ে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দেয়ার জন্য সরকারের (৫,০০,০৮,৪৪৭.৩১ - ৪,৬৭,২৪,০৮৬.৯০) ৩২,৮৪,৩৬০.৬১ টাকা ক্ষতি হয়।
- ✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-২২ এ দেখানো হলো।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ পরিচালক, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার জবাবে উল্লেখ করে যে, ২৭-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে TEC Ritchman ptc Ltd. (Local/agent Makes trading International) দর মূল্যায়ন সুপারিশ করে বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করলে বিশ্বব্যাংক ০৫-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের দর Major deviation বলে জানান এবং Technical

evaluation committee এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। পরবর্তীতে ০৫-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে TEC M/S Biponon limited এর নিকট হতে আইটেমটি সংগ্রহের সুপারিশ করে এবং পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক যাচাই করে No objection প্রদান করে এবং মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ কর্তৃপক্ষ বিশ্বব্যাংকের জবাবের প্রেক্ষিতে বিষয়টি পুনঃ মূল্যায়ন না করে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দেওয়ায় সরকারের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি।
- ✓ Tissue Flotation Bath (আইটেম নং-৯) দরপত্রের সিঙ্গেল আইটেম হওয়ায় এবং মাত্র ৬৭,৮২৬.০০ টাকার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় না নেয়ায় ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০২-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।
- ✓ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ হতে সরকারি আর্থিক ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯

শিরোনামঃ পিপিআর-২০০৮ অনুসারে দরপত্র মূল্যায়ন না করায় এবং পুনঃ দরপত্রের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য পুনঃ নির্ধারণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২০,০৮,৩২৪.০০ টাকা।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সনের এম এস আর ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে দরপত্র নথি, দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীর নথি, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, চুক্তি সম্পাদনের নথি, কার্যাদেশ নথি, বিল/ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পিপিআর-২০০৮ অনুসারে দরপত্র মূল্যায়ন না করায় এবং পুনঃ দরপত্রের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য পুনঃ নির্ধারণ করায় সরকারের ২০,০৮,৩২৪.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় ১ম দরপত্রের (মে, ২০০৯) দর মূল্যায়নে ২১.৯৭% বেশী হওয়ায় তার বাজার দর যাচাই না করে এবং এপ্রিল, ২০০৯ এ পুনরায় দরপত্র আহবান করায় উপরোক্ত ক্ষতি হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হলো। দরপত্র নোটিশ নং-সিএম এসডি/জি-৮৩৭(ডি)/এনসিটি/২০০৮-২০০৯/ডি-১/৭৬, তাং ০৩-০৩-২০০৯ এর মাধ্যমে "Associated goods (Metallic) for waste management" waste carrying troley, Belcha, Spade, Drain brush and hand tray ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত দরপত্রের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৪৯,৮৭,৪০০.০০ টাকা।
- ✓ দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন হতে পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত টেন্ডারের বিপরীতে ৭টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং ৬টি দরপত্রকে অযোগ্য ঘোষণা করে এবং ১টি (M/S Luminus Private Ltd.) দরপত্রকে বিস্তারিত যাচাইয়ের জন্য গৃহীত হয় যার দরপত্র মূল্য ছিল ৬৩,৯১,৪৯৬.০০ টাকা।
- ✓ কারিগরী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উক্ত দরপত্রকে কারিগরীভাবে যোগ্য ঘোষণা করা হয় এবং মতামত প্রদান করেন যে, দরপত্র মূল্য দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে ১৪,০৪,০৯৬.০০ (৬৩,৯১,৪৯৬.০০ - ৪৯,৮৭,৪০০.০০) টাকা অর্থাৎ ২১.৯৭% বেশী এবং পুনঃ দরপত্র আহবানের সুপারিশ করেন।
- ✓ পিপিআর-২০০৮-এর ধারা ৯৮ (২৫) অনুযায়ী দরপত্র মূল্য যদি দাপ্তরিক মূল্য এর চেয়ে বেশী হয় তবে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিকে বিদ্যমান বাজার মূল্য যাচাই করে দরপত্র মূল্য বাজার দরের সাথে সঙ্গতি/অসঙ্গতির বিষয়টি নিশ্চিত করে সুপারিশ প্রদান করা আবশ্যক ছিল।
- ✓ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বাজার দর যাচাই না করে এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই পুনঃ দরপত্রের সুপারিশ করে।
- ✓ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি উক্ত ধারা মতে প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন করেননি বিধায় সর্বনিম্ন দরদাতাকে গ্রহণের বিষয়ে দরপত্র গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে সঠিক সুপারিশ প্রদান করতে পারেননি। উল্লেখ্য যে, দরপত্র মূল্য বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে উক্ত ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক ছিল।
- ✓ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের উপর দরপত্র গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের (মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে পরিচালক (ভান্ডার ও সরবরাহ) কেন্দ্রীয় ঔষধাগার পুনঃ দরপত্র আহবান করেন (পুনঃ দরপত্র নং সিএমএসডি/জি-৮৩৭-ডি/এনসিটি/২০০৮-২০০৯/ডি-১/১০৪ তাং ২৫-০৬-২০০৯)।
- ✓ অপরদিকে পুনঃ দরপত্রের বিপরীতে দাপ্তরিক মূল্য কমিটি বর্ণিত প্যাকেজটির দাপ্তরিক মূল্য ৮৭,২৯,০৮০.০০ টাকা চূড়ান্ত করেন (১৩-০৭-২০০৯) এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য চূড়ান্তকরণ করা হয় ২০-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ।

- ✓ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি মেসার্স অরনেট প্লাস এর দরপত্রকে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন এবং তা মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত হয়।
- ✓ অপরদিকে পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৯৮(১৪) মোতাবেক একটি দরপত্র প্রাপ্ত হলেও উহার মূল্যায়নপূর্বক চুক্তি সম্পাদন করা যায়।
- ✓ চুক্তি নং-৩৫ তাং ১৯-১১-২০০৯ এর মাধ্যমে চাহিদার ভিত্তিতে মোট ৭২,৫৬,৪০০.০০ টাকার মালামাল সরবরাহের জন্য M/S Ornate plus এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন এবং বিল নং-৩৫০ তাং ০৩-০৬-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সমূদয় টাকা পরিশোধ করেন।
- ✓ দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা দরপত্র মূল্য বেশি হওয়ায় পুনঃ দরপত্রের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য পুনঃ নির্ধারণ করায় এবং
- ✓ পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৯৮ (১৪) ও ৯৮ (২৫) অনুসারে ১ম টেন্ডারের রেসপনসিভ দর (০৩-০৩-২০০৯ খ্রিঃ) যাচাই না করে ২য় টেন্ডার আহ্বান (২০-০৪-২০০৯ খ্রিঃ) এর মাধ্যমে ০১ হতে দেড় মাসের ব্যবধানে দাপ্তরিক মূল্য পরিবর্তন করে ২য় টেন্ডারের দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের ২০,০৮,৩২৪.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-২৩ এ সংযুক্ত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ পরিচালক, কেন্দ্রীয় ভান্ডার ও সরবরাহ কর্তৃক তার জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, রিকয়ারমেন্ট অনুযায়ী টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ দর প্রস্তাব টিইসি রেসপনসিভ করেছে তাই মালামাল সরবরাহ করার জন্য মেসার্স Ornet কে সরবরাহ করার জন্য চুক্তি করা হয়। এতে কোন আর্থিক ক্ষতি নেই এবং আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ অডিট আপত্তি অনুযায়ী জবাব প্রাসঙ্গিক না হওয়ায় এবং প্রমাণক যথাযথ না হওয়ায় এবং বিধি ভঙ্গ করে দরপত্র মূল্যায়ন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়।
- ✓ পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৯৮ (১৪) ও ৯৮ (২৫) অনুসারে ১ম টেন্ডারের রেসপনসিভ দরপত্রের বাজার দর যাচাই না করে এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন না নিয়ে ২য় টেন্ডার আহ্বান করায় সরকারের ২০,০৮,৩২৪.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ পুনঃ দরপত্রের জন্য দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য চূড়ান্ত করায় ক্ষতি সাধিত হয়।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০২-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে অডিটকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০

শিরোনামঃ বিকল্প শর্ত পূরণ সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সর্বনিম্ন দরপত্রদাতাকে অযৌক্তিকভাবে নন-রেসপনসিভ করে Meningitis Vaccine ক্রয় করায় ১,০৫,৪০,৬৭০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সনের এম এস আর ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে দরপত্র নথি, দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীর নথি, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, চুক্তি সম্পাদনের নথি, কার্যাদেশ নথি, বিল/ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, Meningitis Vaccine ক্রয়ে বিকল শর্ত থাকা সত্ত্বেও এবং উক্ত বিকল্প শর্তে পূর্ববর্তী বছরে উক্ত Vaccine ক্রয় করায় তা প্রতিপালন না করায় অতিরিক্ত ১,০৫,৪০,৬৭০.০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বিস্তারিত অডিটে দেখা যায় টেন্ডার নং-IFT NO. CMSD (GR-1001/ICB/2004-10/D-5/18, dt. 16-5-2010 এর মাধ্যমে ২০১০ সালের হজ্ব যাত্রীদের জন্য Meningitis Vaccine ৮০,৫০০ ডোজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে মেসার্স Sanofi -Aventis Bangaldesh Ltd. এর দরপত্র অনিয়মিতভাবে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক Informal ঘোষণা করায় এবং তা অনুমোদিত হওয়ায় সরকারের সর্বমোট ১,০৫,৪০,৬৭০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- ✓ বিবরণী পরিশিষ্ট-২৪ তে সংযুক্ত করা হলো।
- ✓ বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত টেন্ডারে ৪টি দরপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে মেসার্স Tajarat Health Care Marketing, Dhaka এবং মেসার্স Meditrade Corporation এর দর যুক্তিসঙ্গত কারণে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।
- ✓ কিন্তু কার্যাদেশ প্রাপ্ত Janata Traders এর দর ৮০,৫০০ ডোজ (৭০,০০০টি + ৭০,০০০ এর ১৫% =১০,৫০০) Vaccine এর মূল্য ৫,৫৩,৮৪,০০০.০০ টাকা, যা মেসার্স Sanofi-Aventis Bangaldesh Ltd. এর দর ৩,৮৯,৯৪,২০০.০০ টাকা + এবং এর ১৫% =৫৮,৪৯,৬৭০.০০ =৪,৪৮,৪৩,৩৩০.০০ টাকার চেয়ে বেশী ছিল। দরপত্রের অন্যতম শর্ত ছিল Shelf life of Meningitis vaccine should be 80% or 2 years। অর্থাৎ ২ বছর অথবা ৮০% এর যে কোন একটি শর্ত পূরনীয়।
- ✓ মেসার্স Sanofi-Aventis Bangaldesh Ltd. এর ২ বছরের শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও টিইসি এবং সিএমএসডি কর্তৃপক্ষ ৮০% শর্ত বিকল্প ঘাটতি দেখিয়ে তার দর অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে। মেসার্স Janata traders এর দর গ্রহণ করায় ১,০৫,৪০,৬৭০.০০ টাকা (৫,৫৩,৮৪,০০০.০০ - ৪,৪৮,৪৩,৩৩০.০০) অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।
- ✓ (২) অপরদিকে রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয় যে, বিল নং ২ তারিখ ১৪-১২-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২০০৮-২০০৯ সনে মেসার্স Glaxo Smithkline এর নিকট হতে Meningitis vaccine ৫০,০০০ ডোজ ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকায় ক্রয় করা হয়। ইহার চুক্তি পত্র পর্যালোচনায় আরো পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত Vaccine এর Duration 36 months কিন্তু Shelf life 80% উল্লেখ নেই। এতে স্পষ্ট হয় Shelf life 80% বিকল্প শর্ত এবং Sanofi - Aventis এর দর গ্রহণযোগ্য ছিল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ পরিচালক, ভান্ডার ও সরবরাহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তার জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, M/S Sanofi-Aventis এর Self life of Maningitis vaccin should be 80% or 2 years উল্লেখ ছিল তাই সানোফী উক্ত শর্ত পূরণ করতে পারেনি। সুতরাং টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন কমিটি নন রেসপনসিভ করেন। অপরদিকে M/S Janata Traders responsive হওয়ায় তাদের নিকট থেকে মালামাল গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ অনিয়মিতভাবে Vaccine ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।
- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী M/S Sanofi-Aventis Bangladesh Ltd. সর্বনিম্ন দরদাতার যোগ্য ছিল।
- ✓ বিকল্প শর্ত থাকা সত্ত্বেও দরপত্রদাতাকে নন-রেসপনসিভ করে ক্রয় করায় অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০২-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ অনিয়মিত ক্রয়ের কারণে সরকারের আর্থিক ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থা অডিটকে জানানো আবশ্যক।
- ✓ সরকারি আর্থিক ক্ষতির অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনামঃ অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে ইউরিন প্লাস্টিক কন্টেইনার ক্রয়ের ফলে সরকারের ১৬,৫০,০০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর এর ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সালের হিসাবের উপর MSR ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে ইউরিন কন্টেইনার ক্রয়ের ফলে সরকারের ১৬,৫০,০০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিল নং ১, তারিখঃ ১০-০৪-২০১০ এর মাধ্যমে ৪,০০০ পিস ইউরিন কন্টেইনার (বিদেশী) প্রতিটি ৩৪০.০০ টাকা হারে মেসার্স ইফতিয়ার ফার্মেসীর নিকট হতে মোট ১৩,৬০,০০০.০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়। অনুরূপভাবে একই প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বিল নং-৪, তারিখঃ ২৯-০৫-২০১০ এর মাধ্যমে একই দরে আরো ১০০০ পিস ইউরিন কন্টেইনার ক্রয় করা হয় যার মূল্যে ৩,৪০,০০০.০০ টাকা ।
- ✓ এ ব্যাপারে স্টোরে এবং প্যাথলজী ল্যাবরেটরীর মজুদ বই বাস্তব যাচাই করে দেখা যায় ঐ ২ দফায় ৫০০০ হাজার ইউরিন কন্টেইনার ক্রয় করা হয়েছে। টেন্ডার সিডিউলে এবং চালানে ইউরিন কন্টেইনার বিদেশী সরবরাহ করা হয়েছে উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে কন্টেইনারের গায়ে কোন দেশের নাম উল্লেখ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল একটি সাধারণ মানের ১.৫" বা ২" ইঞ্চি লম্বা ইউরিন কন্টেইনার যার মূল্য প্রতিটি সর্বোচ্চ ১০.০০ টাকা। (উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অডিট কার্যক্রম শেষে অডিট দল ঢাকায় ফিরে বাজার দর সরেজমিন যাচাইকালে একই ধরনের ইউরিন কন্টেইনার প্রতি একশত পিস এর মূল্য ৩০০.০০ টাকা থেকে ৩৫০.০০ টাকা দেখতে পায়। সে হিসেবে প্রতিটি ইউরিন কন্টেইনারের বাজার মূল্য দাঁড়ায় ৩.০০ টাকা থেকে ৩.৫০ টাকা)। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতিটি কন্টেইনারের জন্য কমপক্ষে (৩৪০.০০-১০.০০)= ৩৩০.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করেছেন।
- ✓ ফলে সরকারের ১৬,৫০,০০০.০০ (৫,০০০.০০×৩৩০.০০) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়াও ২০১০-২০১১ অর্থ বছরেও বিপুল সংখ্যক ইউরিন কন্টেইনার ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বছর এই অডিটের আওতাভুক্ত নয় বিধায় ঐ সময়ের সরকারের আর্থিক ক্ষতি নিরূপন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ আলোচ্য ইউরিন কন্টেইনারের কোন এস.আর দর নেই। টেন্ডারে প্রাপ্ত দর বাজার দর যাচাই কমিটির দরের সাথে সামঞ্জস্য হওয়ায় সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে ৩৪০.০০ টাকা দরে ক্রয় করা হয়। কন্টেইনারের গায়ে দেশের নাম উল্লেখ না থাকলেও উহা প্রকৃতপক্ষে বিদেশী।
- ✓ অডিট দলের যাচাইয়ে দরের বিষয়টি প্রতিফলন হওয়ায় ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে Financial Propriety Maintain করা হয়নি। টেন্ডারের মাধ্যমে ৩/৪ টাকার জিনিস ৩৪০.০০ টাকায় ক্রয় করতে হবে এমন বক্তব্য দায়িত্বশীলতার পরিচয় নয়।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ সামগ্রিকভাবে অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২

শিরোনামঃ প্রতিযোগিতা ছাড়াই একমাত্র দরদাতার নিকট হতে বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করায় সরকারের ৩৭,১৮,০০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ এর ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সনের এম এস আর ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে এমএসআর সংক্রান্ত দরপত্র নথি, বিল/ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টেন্ডার নং.মমেকহা/২০০৯/২২৮৩৮, তারিখঃ ২৬-১১-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। লট ১ এ একমাত্র দরদাতা বাবেল কর্পোরেশন অংশ গ্রহণ করে। দরপত্রে ১টি Digital Echo Cardiograpy System এবং ১টি Harmonice Scalpet এর জন্য দর প্রদান করে যথাক্রমে ৬৮,৮৮,০০০.০০ টাকা এবং ৩৭,৮০,০০০.০০ টাকা।
- ✓ পক্ষান্তরে উল্লেখিত যন্ত্রপাতির মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বাজার মূল্য ছিল যথাক্রমে ৫০,০০,০০০.০০ এবং ১৯,৫০,০০০.০০ টাকা ।
- ✓ উল্লিখিত অবস্থা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বাবেল কর্পোরেশনের নিকট দরপত্র মূল্যে যন্ত্র দুটি সংগ্রহ করে এবং বিল নং-১, তারিখ ঃ ১৭-৬-২০১০ এর মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করে।
- ✓ বাজার যাচাই কমিটি নির্ধারিত বাজার মূল্য যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও যথাক্রমে ৩৮% এবং ৯০% বেশী মূল্যে একমাত্র দরদাতার নিকট হতে Digital Cardiograpy Machine এবং Harmonice Scalpet Machine সংগ্রহ করে। ফলে সরকারের ৩৭,১৮,০০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়।
- ✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-২৫ তে প্রদত্ত।**
- ✓ পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৯৮(৩০) অনুযায়ী একমাত্র দরদাতার দর (Single Tender) কেবলমাত্র বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই গ্রহণ করা যাবে। অন্যথায় পুনঃ দরপত্র আহবান করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভায় টেকনিক্যাল সাব কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে আনুমানিক মূল্যের চেয়েও দরপত্র দাতার দাখিলকৃত বেশি দর, হাসপাতাল রোগী চিকিৎসার স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে দরদাতার দাখিলকৃত দর গ্রহণ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অনুমোদিত বাজার মূল্যের চেয়ে যথাক্রমে ৩৮% এবং ৯০% বেশি মূল্যে একক দরদাতার নিকট হতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৯৮ (৩০) অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের কাছাকাছি এবং বাজার মূল্যের সমতুল্য হলে একক দরপত্র বিবেচনা করতে পারবে।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩

শিরোনামঃ চুক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ MSR দ্রব্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ ঠিকাদারদের নিকট হতে জরিমানা বাবদ অর্থ আদায় না করায় সরকারের ১,৭৬,০০০.০০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ এর ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সনের এম এস আর ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষায় MSR সংগ্রহের টেন্ডার নথি, বিল/ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ৪৮৬৮ অর্থনৈতিক কোডের আওতায় MSR দরপত্রের গ্রুপ-২ এ সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে সার্জিক্যাল গজ ও সার্জিক্যাল ব্যান্ডেজ সরবরাহের নিমিত্ত মেসার্স আজহার ট্রেডার্স, ৪২ সি কে ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ এবং গ্রুপ-৩ এ বিভিন্ন কেমিক্যাল/রি-এজেন্ট সরবরাহের নিমিত্ত মেসার্স টু ষ্টার এন্টারপ্রাইজ, ১০০ বাগমারা রোড, ময়মনসিংহ যথাক্রমে ২,৩০,০০০.০০ টাকা ও ৬,৫০,০০০.০০ টাকা পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী তারা সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ না করে যথাক্রমে ৬২% ও ৩৮% দ্রব্য সরবরাহ করে বিল গ্রহণ করে।
- ✓ সম্পূর্ণ দ্রব্য সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তিপত্রের শর্ত, পিপিআর-২০০৮ এর বিধান এবং MMCH এর স্মারক নং মমেকহা/২০০৯/১২৭৫, তারিখঃ ১৪/১/২০০৯ অনুযায়ী উক্ত সরবরাহকারীদের জামানতের ২০% অর্থ হিসাবে সর্বমোট ১,৭৬,০০০.০০ টাকা (৪৬,০০০.০০ টাকা + ১,৩০,০০০.০০ টাকা) জরিমানা আদায়যোগ্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা পরিপালন করেননি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ মালামাল সরবরাহের চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ায় এবং আমদানিযোগ্য আইটেম বিদেশ হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করতে না পারায় চাহিদাকৃত মালামাল সরবরাহ করতে পারেনি। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক সরবরাহে ব্যর্থ হলে জামানতের অর্থ হতে জরিমানা আদায়যোগ্য।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জরিমানা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪

শিরোনামঃ মালামাল সরবরাহ করার অপারগতা প্রকাশ করায় দরপত্র জামানত বাবদ ৫,৫০,০০০.০০ টাকা বাজেয়াপ্ত না করায় ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া কার্যালয়ে ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত সময়ের এম এস আর (MSR) সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ অডিট পরিচালনায় টেন্ডার মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কার্যাদেশ, বিল/ভাউচার ও তৎসম্পর্কিত কাগজ পত্রাদি যাচাই করা হয়।
- ✓ কার্যাদেশ নং-৫৭৯৪ তাং ২৫-০৪-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২৭,৮০,৪২৮.০০ টাকার বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য মিজান মেডিকেল এন্ড সার্জিক্যাল ষ্টোর কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ✓ সরবরাহকারী ১৩,৬৯,৮২৮.০০ টাকার বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে অবশিষ্ট ১৪,১০,৬০০.০০ টাকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।
- ✓ পিপিআর-২০০৮ এর রুল ২৫ অনুসারে যন্ত্রপাতি সরবরাহে অপারগতার জন্য দরপত্র জামানত বাবদ ৫,৫০,০০০.০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা আবশ্যক ছিল।
- ✓ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উক্ত রুল অনুসারে দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্ত না করে ঠিকাদারকে জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান করেন।
- ✓ ফলশ্রুতিতে পিপিআর রুল ভঙ্গ করা হয় এবং ঠিকাদারকে অযৌক্তিক সুবিধা প্রদান করা হয় এবং সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ মেসার্স মিজান মেডিকেল এন্ড সার্জিক্যাল ষ্টোর মালামাল সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করায় কার্যাদেশের সকল মালামাল পূর্ণাঙ্গভাবে দুই প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করেছে। যার ফলে আপত্তিকৃত জমানাত বাবদ ৫,৫০,০০০.০০ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। পিপিআর-২০০৮ বিধি ২৫ অনুযায়ী জামানতের ৫,৫০,০০০.০০ টাকা বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৪-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা আবশ্যক।
- ✓ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এর ৬৪ ধারা অনুযায়ী দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫

শিরোনামঃ অনিয়মিতভাবে বাজার মূল্য অপেক্ষা উচ্চমূল্যে স্যালাইন সেট ক্রয়ে ৬,১৮,০২৫.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া এর কার্যালয়ে ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত সময়ের এম.এস.আর (MSR) সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ অডিট পরিচালনায় দরপত্র দলিল, বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিল নং-৬ তারিখ ১৭-০৬-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে বাজার দর অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে স্যালাইন সেট ক্রয়ের ফলে সরকারের ৬,১৮,০২৫.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ ইহার বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো।

ক্রঃ/ নং	সরবরাহকারী	পরিশোধিত মূল্য প্রতি সেট	বাজার মূল্য প্রতি সেট	প্রতি সেটে অতিরিক্ত ব্যয়	ক্রয়ের পরিমাণ	মোট ক্ষতি
১।	মেসার্স জামান ট্রেডার্স	২৫.০০ টাকা	১২.৫০	১২.৫০	৪৯,৪৪২ সেট	৬,১৮,০২৫.০০

- ✓ বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিটি স্যালাইন সেট জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচ) কর্তৃক ৫.০০ টাকা দরে সরবরাহ করা হয় কিন্তু আইপিএইচ কর্তৃক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় মেসার্স জামান ট্রেডার্স এর নিকট হতে ২৫.০০ টাকা দরে ৪৯,৪৪২ সেট ১২,৩৬,০৫০.০০ টাকায় ক্রয় করা হয়। সরবরাহকারী মেসার্স জামান ট্রেডার্স Opso Saline Ltd. এর প্রস্তুতকৃত স্যালাইন সেট সরবরাহ করে। কিন্তু উৎপাদনকারীর (Opso Saline Ltd. এর) প্রতি সেট স্যালাইন সেট এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য (এম আর পি) ১২.৫০ টাকা। ইহাই স্থানীয় বাজার দর হিসেবে গণ্য। ইহার দ্বিগুণ মূল্যে উক্ত স্যালাইন সেট ক্রয়ে উক্ত ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে (উৎপাদনকারী Opso Saline Ltd. এর মূল্য তালিকা সংগ্রহপূর্বক তা যাচাই করা হয়েছে)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ বাজার দর কমিটির মতামতের ভিত্তিতে টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি রোগী সেবার স্বার্থে উক্ত আইটেমসমূহ ক্রয়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্যাদেশ প্রদান করে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। এসআর দর কিংবা এমআরপি এর চেয়ে অধিক মূল্যে স্যালাইন সেট ক্রয় করার সুযোগ নেই। এসআর দর কিংবা এমআরপি এর চেয়ে অধিক মূল্যে ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ অডিট দলের যাচাইয়ে দরের বিষয়টি প্রতিফলন হওয়ায় ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৪-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৬

শিরোনামঃ চাহিদা ব্যতিরেকে সিএমএসডি কর্তৃক ঔষধ সরবরাহ করায় অব্যবহৃত অবস্থায় মেয়াদ উত্তীর্নের কারণে সরকারের ১০,৬০,৩২০.০০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ প্রকল্প পরিচালক, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ সালের এম এস আর ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে ষ্টোরে বাস্তব যাচাইকালে দেখা যায়, ২৪০০০ Tamiflu-75mg (Oseltamivir Phosphate) ক্যাপসুল মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে যার মূল্য প্রায় ১০,৬০,৩২০.০০ টাকা।
- ✓ উল্লেখ্য যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ২৮-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ৮০০০ ক্যাপসুল সিএমএসডি হতে গ্রহণ করে যার মেয়াদ উত্তীর্ণ এর তারিখ ছিল ৩০-০৯-২০১০ খ্রিঃ ।
- ✓ উক্ত ঔষধ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ০৮-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় ২০,০০০ এবং ২৪,০০০ ক্যাপসুল গ্রহণ করে যার মেয়াদ উত্তীর্ণ এর তারিখ ছিল ৩১-০১-২০১১ খ্রিঃ।
- ✓ এ সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয়নি।
- ✓ তথাপিও পুনরায় আরো ২০,০০০ ক্যাপসুল ০২-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সিএমএসডি হতে গ্রহণ করা হয় যা বোধগম্য নয়।
- ✓ বাস্তব চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও বার বার একই ঔষধ গ্রহণ করার ফলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় সরকারের ১০,৬০,৩২০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-২৬ তে।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুরে গত ০৭-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়। হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালুর পূর্বে মোট ২৪০০০টি Tamiflu-75mg Capsul এবং ০২-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২০,০০০টি Capsul অত্র হাসপাতালের সিএমএসডি কর্তৃক সরবরাহ করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, মহাখালী, ঢাকার স্মারক নং-স্বা/অধি/রোঃ নিঃ/এআই/এম,এস,আর/ ২০০৭/৮৪০(৬৪) তাং ০৯-০৩-২০১১ খ্রিঃ পত্রের আলোকে উক্ত ঔষধের মেয়াদকাল ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ঔষধসমূহ অত্র কার্যালয় হতে কোনরূপ চাহিদাপত্র না দেয়া সত্ত্বেও সিএমএসডি খাতে সরবরাহ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব সন্তোষজনক নয়। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৪-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক কোষাগারে জমা দেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৭

শিরোনামঃ C-Arm X-Ray Machine মেরামতের জন্য অর্থ ব্যয় করা হলেও মেশিনটি চালু না হওয়ায় সরকারের ৬,৭০,০০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২০০৭-২০১০ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিল নং-০১ তারিখ ২৪-০৬-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স মুক্তি ট্রেডার্স কে C-Arm X-Ray Machine মেরামতের জন্য ৬,৭০,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। মেশিনটি নিউরো Surgery OT এর স্টোরে আছে। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, মেশিনটি চালু অবস্থায় নেই। ওটি এর ইনচার্জ রিক্তা দে জানান, মেশিনটি মেরামতের পর চালু অবস্থায় পাওয়া যায়নি এবং বর্তমানেও চালু অবস্থায় নেই। যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের পর পুরাতন যন্ত্রাংশ সম্পর্কে তার জানা নেই বলে জানান।
- ✓ **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-২৭।**
- ✓ এছাড়া মেশিনটির জন্য আলাদা কোন রেজিষ্টার নেই। যার ফলে মেরামতের পর কোন রোগীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মেশিনটি মেরামতের নামে ৬,৭০,০০০.০০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- ✓ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাব প্রদানে বিরত থাকা সমীচীন হয়নি।
- ✓ মেরামতের জন্য অর্থ ব্যয় করা হলেও মেশিনটি চালু না হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ✓ আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৮

শিরোনামঃ মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় ঠিকাদারের জামানত বাবদ ৫,৪০,০০০.০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট এণ্ড হাসপাতাল এর ২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সনের এমএসআর ক্রয়/সংগ্রহ ও ব্যবহার বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, কার্যাদেশ নং এস আই সিডিউল/মেডিকেল ইকুইপমেন্ট/২০০৯-১০/২৬৫২, তারিখঃ ১০-০৫-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৬টি Artificial Ventilater সরবরাহের জন্য মেসার্স বেলাল এন্ড ব্রাদার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় যার চুক্তি মূল্য ৫৪,০০,০০০.০০ টাকা ।
- ✓ কার্যাদেশের ৪ সপ্তাহের মধ্যে মালামাল সরবরাহের উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে ৪ সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহকারী যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য সময়ও বৃদ্ধি করা হয়নি।
- ✓ কিন্তু কর্তৃপক্ষ সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নিরাপত্তা জামানত হিসাবে রক্ষিত ৫,৪০,০০০.০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ Artificial Ventilator সরবরাহের জন্য মেসার্স বেলাল এণ্ড ব্রাদার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় যার সময় ৪ সপ্তাহ হলেও Ventilator বিদেশ হতে আমদানি নির্ভর আইটেম হওয়ায় তা যথাসময়ে সরবরাহ করতে পারেনি। কার্যাদেশের ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠান Artificial Ventilator আমদানি করেও তা সময়ের অভাবে সরবরাহ করতে পারেনি। মালামালসমূহ বিদেশ হতে আমদানি নির্ভর ও পরবর্তী অর্থবছরে উক্ত কোম্পানী সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মালামাল সরবরাহ করেছে বিধায় এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ✓ জামানতের অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর রিপোর্ট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ✓ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জামানতের টাকা আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

তারিখ- ০২-১০-১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৫-০১-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

বাঃসঃমুঃ-২০১৪/১৫-৩৫০৭ কম/এ—৭০০ বই, ২০১৪।